History(Gen)
Semester-1

হরপ্পা সভ্যতা

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা ছিল অন্যতম। সিন্ধু সভ্যতার ছিল প্রাচীন ভারতের একটি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো, লোথাল প্রভৃতি স্থানে এই সভ্যতার সুস্পষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়।সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক যুগে মিশর বা মেসোপটেমিয়াতে যে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল প্যাপিরাস, পোড়ামাটি ও পাথরে তার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা সেগুলি পাঠ করে তার ইতিহাস রচনা করেছেন। তবে সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহর ও বিভিন্ন পাত্রের গায়ে বেশ কিছু লিপি পাওয়া গেলেও সেগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ার কারনে পণ্ডিতরা ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং মানুষ, পশুপক্ষী ও দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে হরপ্পা সভ্যতার বিবরণ রচনা করেছেন। এই যুগে মানুষ লোহার ব্যবহার জানত না এবং পাথরের ব্যবহার কমে ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। পাথরের হাতিয়ার ও সরঞ্জামের পাশাপাশি ব্রোঞ্জ ও তামার শুরু হয়। তাই এই সভ্যতা তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা বলা হয়।

বিস্তৃতি

সুমের, আক্কাদ, ব্যাবিলন ও মিশর প্রভৃতি বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মত হরপ্পা সভ্যতাও ছিল নদীমাতৃক সভ্যতা। মুলত সিন্ধুনদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠে। এছাড়াও সিন্ধুতট অতিক্রম করে পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র এবং নর্মদা উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ স্থানে এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তরে জম্মু থেকে দক্ষিণে নর্মদা উপত্যকা এবং পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মাকরাণ মরু-উপকূল থেকে উত্তর-পূর্বে মীরাট পর্যন্ত এই সভ্যতার ব্যাপ্তি ছিল। আয়তনের দিক থেকে এলাকাটি প্রাচীন মিশর ও মেসসাপটেমিয়ার চেয়ে এই সভ্যতা বেশ কয়েক গুণ বড় ছিল।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা

বর্তমানে হরপ্পা সভ্যতার প্রায় ২৫০ টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র শহর নামের অধিকারী। নগরকেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো। এছাড়া কোটদিজি, চানহুদাড়ো, রূপার, আলমগীরপুর, লোথাল, রংপুর, রোজদি, সুরকোটরা, কালিবঙ্গান, বনওয়ালি প্রভৃতি স্থানে উন্নত নগর জীবনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় ১৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই এলাকাটিতে সর্বত্রই একই ধরনের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতার নগরীগুলির অবস্থানগত দূরত্ব যথেষ্ট, কিন্তু এ সত্ত্বেও নগরীগুলির পরিকল্পনা, গঠনরীতি ও জীবনযাত্রার উপকরণে যথেষ্ট মিল আছে। সুতরাং একটি নগর সম্পর্কে আলোচনা করলেই অন্যান্য নগর সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়। মহেঞ্জোদরো শহরটির পশ্চিমদিকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বিশালায়তন ঢিপির ওপর একটি দুর্গ ছিল। এই দুর্গ অঞ্চলে কিছু ঘরবাড়ীও আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়, সেগুলি শাসকদের বাসস্থান।

দুর্গ অঞ্চলেই সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি বিরাট বাঁধানো স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। তার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে শস্যাগার ১০৮ ফুট। এর কেন্দ্রস্থলে যা ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর একটি জলাশয় আছে। জলাশয়ের অপরিস্কার জল নিকাশ ও তাতে পরিষ্কার জল পূর্ণ করার ব্যবস্থা ছিল। ঋতুভেদে জল গরম বা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থাও ছিল। এরই পাশে ছিল একটি কেন্দ্রীয় শস্যাগার। এর আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট এবং প্রস্থে ১৫০ ফুট।

এই অঞ্চলের অন্যান্য বড় বড় বাড়ীর ধ্বংসাবশেষকে পণ্ডিতরা সভাকক্ষ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমিতিগৃহ বলে চিহ্নিত করেছেন। দুর্গ - অঞ্চলের এই উঁচু ঢিপির পূর্বদিকে নিচু জমিতে মূল শহরটি গড়ে উঠে। নগরের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে সমান্তরালভাবে কয়েকটি রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাগুলি ৯ ফুট থেকে ৩০ ফুট চওড়া।

এই রাস্তাগুলি অসংখ্য গলি সমকোণে বেরিয়ে এসেছে। গলিগুলির দু'পাশে নাগরিকদের ঘরবাড়ী। বাড়ীগুলি পোড়া ইটের তৈরী এবং অনেক বাড়ীই দোতলা। প্রত্যেক বাড়ীতে প্রশস্ত উঠোন, স্নানাগার, কুয়া ও নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। অনেক বাড়ীতে আবার ' সোকপিট ছিল। বাড়ীর অপিস্কার জল নর্দমা দিয়ে এসে রাস্তার ঢাকা দেওয়া বাঁধানো নর্দমায় পড়ত। নর্দমাগুলি পরিষ্কারের জন্য ইট দিয়ে তৈরী ঢাকা ম্যানহোলের এর ব্যবস্থাও ছিল। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে বাঁধানো ডাস্টবিন ছিল। বড় রাস্তার ওপরে শহরের দোকানগুলি অবস্থিত ছিল। শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে সারিবদ্ধভাবে ছোট ছোট কুঠরি ঘর ছিল। এগুলি দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষদের বাসস্থান ছিল।

খননকার্যের ফলে মহেঞ্জোদরোতে সভ্যতার নটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, অর্থাৎ ধ্বংসের পর সেখানে আটবার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। হরপ্পায় ছ'টি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নটি স্তরের সর্বত্র মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী বা নগর পরিকল্প ধারাবাহিকতা কিন্তু একই ধরনের ছিল কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটে নি। ওপরের স্তরের ঘরবাড়ীগুলি ক্রমশ রাস্তা দখল করছে, গলি ছোট হয়ে আসছে, নর্দমা বুজে আসছে। ওপরের স্তরগুলিতে নগর কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। তবে তা সত্ত্বেও, নগর পরিকল্পনা ও জীবনযাত্রার ধারা কিন্তু সর্বত্রই একই রকম।

রাজনৈতিক জীবন

সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলিতে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে এই বিষয়ে পণ্ডিতরা নানা মতামত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে হরপ্পার নগর দুর্গে একজন শাসক বা রাজা বাস করতেন। দুর্গ সংলগ্ন শস্যাগার তার ধনসম্পদের পরিচয় দেয়। তবে এটি নিছক অনুমান মাত্র — এর স্বপক্ষে তেমন কোন প্রমাণ নেই। অনেকের মতে বণিকদের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রজাতান্ত্রিক শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল, তা নাহলে এত উন্নত ও পরিকল্পিত নাগরিক সভ্যতার বিকাশ এখানে সম্ভব হত না বলেও মনেকরা হয়। অপর একটি মত অনুসারে সিন্ধু অঞ্চল ছিল একটি সাম্রাজ্য এবং এর কেন্দ্রে ছিলেন একজন পুরোহিত-রাজা, তিনি দৈব অধিকারের জোরে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এছড়াও মনে করা হয় একজন দৃঢ়, উদারনৈতিক স্বৈরশাসকের হাতে এখানকার কেন্দ্রীয় শাসনভার ছিল।

সামাজিক জীবন

হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব। শহরের ঘরবাড়ী ও অন্যান্য উপকরণ দেখে মনে হয় যে, সমাজে শাসক সম্প্রদায়, ধনী ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগরেরা বাস করত। শাসকদের বাসগৃহ দুর্গ অঞ্চলেই ছিল। শহরের দ্বিতল গৃহগুলিতে বাস করত ধনী শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায় এবং খুপরি জাতীয় ঘরগুলি ছিল শ্রমজীবী দরিদ্রদের বাসস্থান। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, এই শহরগুলিতে ক্রীতদাসরাও ছিল। তারা কুটিরে বাস করত এবং ফসল মাড়াই, ভারী মালপত্র বহন, শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ করত। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা উভয় শহরেরই উত্তর - পূর্ব কোণ, দুর্গপ্রাকার ও শস্যাগারের কাছাকাছি স্থানসমূহে খুপরী জাতীয় ঘরগুলির অস্তিত্ব শহরে ক্রীতদাস ও দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে । কালিবঙ্গন ও লোথালে এ ধরনের কোন খুপরী মেলে নি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই শহরদুটির শাসকরা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর শাসকবর্গ অপেক্ষা উদার ছিলেন।

- *পোশাক*

  সিন্ধুবাসীরা সূতী ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। তারা দেহের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাঙ্গ দুইখণ্ড বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করত। নারী-পুরুষ উভয়েই লম্বা চুল রাখত। মেয়েরা সোনা ও রূপোর ফিতে দিয়ে নানা ধরনের খোঁপা করত। তারা নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রী এবং তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা ও পাথরের তৈরী নানা ধরনের ও নানা আকারের হার, কানের দুল, চুড়ি, মল, কোমরবন্ধ ও মালা ব্যবহার করত।

- *অস্ত্র ও গৃহস্থালির সরঞ্জাম ও বিনোদন*

  পাথর, মাটি, তামা, সীসা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বাসনপত্র ও গৃহস্থালির নানা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে। তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের তৈরী কুঠার, বর্শা, তীর, ধনুক, মুষল প্রভৃতি গৃহস্থালির সরঞ্জাম, অস্ত্রও তারা ব্যবহার করত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সিন্ধু উপত্যকার ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের কোন সন্ধান মেলেনি। অস্ত্রশস্ত্র এবং ধাতু ও মৃৎশিল্প মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও তারা অসাধারণ উন্নতি করে। শিশুদের খেলনা হিসেবে তৈরী নানা জীবজন্তুর মূর্তি ও চীনামাটির পাত্রে নানা অলঙ্করণ তাদের শিল্পদক্ষতার পরিচয় বহন করে। নৃত্য - গীত, পশুশিকার, পাশাখেলা ও রথচালনা তাদের অবসর বিনোদনের উপায় ছিল।

- *অস্ত্র ও গৃহস্থালির সরঞ্জাম ও বিনোদন*

  পাথর, মাটি, তামা, সীসা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বাসনপত্র ও গৃহস্থালির নানা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে। তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের তৈরী কুঠার, বর্শা, তীর, ধনুক, মুষল প্রভৃতি গৃহস্থালির সরঞ্জাম, অস্ত্রও তারা ব্যবহার করত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সিন্ধু উপত্যকার ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের কোন সন্ধান মেলেনি। অস্ত্রশস্ত্র এবং ধাতু ও মৃৎশিল্প মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও তারা অসাধারণ উন্নতি করে। শিশুদের খেলনা হিসেবে তৈরী নানা জীবজন্তুর মূর্তি ও চীনামাটির পাত্রে নানা অলঙ্করণ তাদের শিল্পদক্ষতার পরিচয় বহন করে। নৃত্য - গীত, পশুশিকার, পাশাখেলা ও রথচালনা তাদের অবসর বিনোদনের উপায় ছিল।

- লিপি

  সিন্ধু উপত্যকায় পোড়ামাটি, তামা ও ব্রোঞ্জের প্রচুর সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতদের অনুমান প্রধানতঃ ব্যবসা সীলমোহর ও লিপি বাণিজ্যের জন্যই ঐসব সীল মোহর তৈরী হয়েছিল। এইসব সীলমোহরে বিভিন্ন জীবজন্তু ও জলযানের চিত্র অংকিত আছে। এ থেকে মনে হয় যে, এইসব জীবজন্তু ও জলযান তাদের সুপরিচিত ছিল। আবার কিছু সীলমোহরে চিত্রলিপি উৎকীর্ণ আছে। এগুলিই হল 'সিন্ধু লিপি' বা 'হরপ্পা লিপি'। চিত্রলিপির স্তর অতিক্রম করা সিন্ধু লিপির পক্ষে সম্ভব হয়নি। এইসব লিপি এখনও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই লিপি ডানদিক থেকে বাঁদিকে পড়া হত।

অর্থনৈতিক জীবন

- **কৃষি ও পশুপালন**

  এই সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হলেও তার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। এখানকার অধিবাসীরা খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করত গম, যব, বার্লি, ধান, ফলমূল, তিল, মটর, রাই, মুরগী ও পশুর মাংস এবং মাছ। গরু, ও পোশাক পরিচ্ছদ মহিষ, ভেড়া, হাতি, শূকর ও ছাগল গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল।

- *বাণিজ্য*

ভারত ও ভারতের বাহিরে নানা স্থানের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দাক্ষিণাত্য থেকে দামী পাথর, রাজপুতানা থেকে তামা, কাথিয়াবাড় থেকে শঙ্খ এবং বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান থেকে সোনা, রূপা, সীসা ও টিন আমদানি হত। সিন্ধু উপত্যকা থেকে রপ্তানি হত তুলা, সূতীবস্ত্র, তামা, হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের ও যানবাহন তৈরী নানা জিনিসপত্র। সূতীর ও তুলো ছিল রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয় নি, তবে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। ক্রীট, সুমের ও মেসোপটেমিয়ার সংগে জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

- *যানবাহন*

যানবাহন হিসেবে সিন্ধুবাসী উট, গাধা, দু-চাকা বিশিষ্ট গরু ও ষাঁড়ের গাড়ী ব্যবহার করত। তাদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রাও প্রচলিত ছিল। লোথাল ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর।

ধর্ম

সিন্ধুসভ্যতার একটি সীলমোহর হরপ্পা সভ্যতায় মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কয়েকটি বড় বড় অট্টালিকাকে অনেকে মন্দির বলে মনে করেন। সেগুলি মন্দির হলেও সেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজোর রীতি প্রচলিত ছিল না। সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি মিলেছে। পণ্ডিতরা এই মূর্তিগুলিকে মাতৃমূর্তি বা ভূমাতৃকা বলেছেন। একটি সীলে বাঘ, হাতী, গণ্ডার, মেষ এই হরিণ — এই পাঁচটি পশু দ্বারা পরিবৃত ও ত্রিমুখ বিশিষ্ট ধ্যানমগ্ন এক যোগীমূর্তি দেখা যায়। মূর্তিটির মাথায় দুটি শিং আছে। অনেকের ধারণায় এটি শিব মূর্তি। এই মুর্তিতিকেই পশুপতি দেবের মূর্তি বলে মনে করা হয়। সিন্ধুবাসীদের মধ্যে বৃক্ষ, আগুন, জল, সাপ, বিভিন্ন জীবজন্তু, লিঙ্গ ও যোনি পূজা এবং সম্ভবত সূর্য উপাসনাও প্রচলিত ছিল। কয়েকটি সীলে সূর্যের প্রতীক স্বস্তিকা ও চক্র পাওয়া গেছে। একটি সীলে একটি অর্ধ-নর অর্ধ-বৃষ মূর্তিকে একটি বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা যাচ্ছে। এই মূর্তিটি হল সুমেরের গিলগামেশ নামক বীরের সাহায্যকারী অর্থ-নর অর্ধ-বৃষ আকৃতি বিশিষ্ট ইঅবনি মুর্তির অনুরূপ। সিন্ধু উপত্যকার এই মূর্তি সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার ঐক্য প্রমাণ করে। এছাড়া, এই মূর্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্যকশিপু নিধনকারী নৃসিংহ মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

- হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। হরপ্পার বণিকরা তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদের উপকূলে অবস্থিত বাজারে যেত। পশ্চিম এশিয়ার আক্কাদ নামক স্থানে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিন্ধু উপত্যকার বেশ কিছু সীল মেরে এবং সুমেরেরও কিছু বহির্বিশ্বের সঙ্গে সীল সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেছে। এই তিনটি অঞ্চলে যে-সব সীল, পোড়ামাটির কাজ ও ধাতুনির্মিত তৈজসপত্রাদি পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। উন্নত জীবনযাত্রা ও নগর জীবন, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার, চিত্রলিপি, মাতৃদেবীর উপাসনা, কেশবিন্যাস পদ্ধতি এবং তিনটি অঞ্চলেই পারস্পরিক স্থানের দ্রব্যাদির অবস্থিতি তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

  তবে এই নাগরিক সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উঠলেও এক সময় এই সভ্যতা বিলুপ্ত হয়। এই সভ্যতার বিলুপ্তির কি কারনে হয়েছিল তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই।